দুঃখিনী রমণীর ব্যাধি মুক্তি

একদা প্রভুকে দেখি যাইয়া শ্রীধাম।
অপরাহ্ন সময়ে বিদায় হইলাম।।
আমি আর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দু'জন।
তিলছড়া গ্রামেতে করিনু আগমন।।
উত্তরিনু শ্রীনবীন বিশ্বাসের বাড়ী।
তিনি রাখিলেন বড় সমাদর করি।।
আমাদের সংবাদ পাইয়া এক নারী।
নবীনের বাটীতে আসিল ত্বরা করি।।
সমস্ত রজনী হরিনাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বিষাদিতা মলিন বদন।।
নাহি আর অন্য কথা করেছে রোদন।
গোস্বামীর পদে মাথা কুটিছে কখন।।
চারিদণ্ড রজনী আছয় হেনকালে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন সবে ক্ষান্ত দিলে।
সকলকে শয্যা দিয়ে শুইল গোঁসাই।
একা সেই দুঃখীনির চক্ষে নিদ্রা নাই।।
হেন অবকাশে সেই নারী কাঁদে খেদে।
ধরিলেন মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামীর পদে।।
অনাথা বিধবা আমি দুঃখিনী যুবতী।
"ধরি পায় সদুপায় কর মহামতী।।
জলোদরী বেয়ারাম হ'য়েছে আমার।
দুঃখিনীরে কর এই রোগে প্রতিকার।।"
মৃত্যুঞ্জয় বলে 'আমি উপায় না দেখি।
কর্ম্মফল ফলিয়াছে আমি করিব কি?'
প্রভাতে উঠিয়া মোরা যাই নিজালয়।
সে নারী কাঁদিয়া ধরে গোস্বামীর পায়।।
তারক কহিছে 'আর সহে না পরাণে।
তুচ্ছ ব্যাধি জন্য এত নিষ্ঠুরতা কেনে।।
যাহা ইচ্ছা দয়া করে তাহা দেন বলে।
শেষকালে যা থাকে তা হ'বে ওর ভালে।।'
মৃত্যুঞ্জয় বলে 'ওড়াকান্দী যাত্রা কর।
প্রণমি প্রণামি দিয়া পাদপদ্ম ধর।।
পাঁচসিকি ল'য়ে তুই যা'স্ ওড়াকান্দী।
মহাপ্রভু পদে পড়ে কর কাঁদাকাঁদি।।'
সেই নারী তাহা শুনি গিয়া নিজধাম।
নিশি জাগরণে জপে হরিচাঁদ নাম।।
কেমনে পাইব আমি প্রভুর চরণ।
বিনা সাধনায় নাহি পা'ব দরশন।।
হরিচাঁদ উদ্দেশ্যে থাকিয়া করি আশা।
বহু নিশি জাগরণে করিল তপস্যা।।
প্রাতেঃ উঠি একদিন মনে কৈল যুক্তি।
এ বিপদে হরিপদ বিনে নাহি মুক্তি।।
আমা হ'তে নাহি হ'বে সাধন ভজন।
ভরসা প্রভুর নাম পতিত পাবন।।
ওড়াকান্দী গেল নারী কাঁদিতে কাঁদিতে।
দেখে একা বসে প্রভু পুকুর ধারেতে।।
পাঁচসিকি জরিমানা রাখে পদ পরে।
বয়ান ভাসিয়া যায় নয়নের ধারে।।
প্রভু বলে "কেন এলি আমার সাক্ষাতে।
মৃত্যুঞ্জয়ের কথা মত আইলি মরিতে।।
আসিলি করিলি ভাল মম বাক্য ধর।
রোগ মুক্ত ক্ষেত্রধামে যাহ একবার।।
'রোগে মুক্ত' বলা মাত্র রোগ দূরে যায়।
পদে পড়ে' সেই নারী প্রভু তাঁরে কয়।।
'পাণ্ডাদের সঙ্গে বাছা ক্ষেত্রে চলে যা'।
মোরে এনে দিস্ এক ময়ূরের ছা।।"
সে নারী শ্রীক্ষেত্র গেল জগন্নাথে আর্ত্তি।
রথের উপরে দেখে হরিচাঁদ মূর্ত্তি।।
নারী বলে 'কেন আমি আসি এতদূর।
ওড়াকান্দী আছ যদি দয়াল ঠাকুর।।
এই সেই সেই এই ভিন্ন ভেদ নাই।
এবে দেখি ময়ূরের বাচ্চা কোথা পাই?